রাবণবধ।

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য।

"নমি আমি, কবি-গুরু তব পদাম্বুজে
"বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি

*　　*　　*

"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—
"বঙ্গভূমি অলঙ্কার——"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(ন্যাসন্যাল থিয়েটরে অভিনীত)

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪২, জিগজ্যাগ লেন

১২৮৮।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
ব্রহ্মা	দুর্গা
মহাদেব	কালী
ইন্দ্র	সীতা
অগ্নি	নিকষা
রাম	মন্দোদরী
লক্ষ্মণ	সরমা
হনুমান	ত্রিজটা
সুগ্রীব	
রাবণ	
বিভীষণ	
শুক	
সারণ	

বানরসেনাগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, দূত, সৈনিকগণ, তাল, বেতাল, প্রমথগণ, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬ ...	১৪	ভুবনজয়ী ...	ভুবনবিজয়ী
৭ ...	৫	রাক্ষসগণ ..	রাক্ষসগণে
৪১ ...	২০	স্মরণ	শরণ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বাহাদুর সি, এস, আই, মহোদয়

শ্রীচরণেষু।

দেব !

ক্ষুদ্র যজ্ঞের ফলাফলও যজ্ঞেশ্বর হরিতে অর্পিত হয়। এই দৃশ্যকাব্য খানি জন-পালক রাজকরে, অর্পণ করিলাম। মহাত্মন্! নিজ গুণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুদ্র হইলেও ভানু করেই বিকাশ পায় ইতি।

কলিকাতা
বাগবাজার
১২৮৮ সাল

সেবক
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দৈত্য বিনাশিনী মায়।
সংকল্প করিয়ে, রহিনু বসিয়ে,
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।

(হনুমানের প্রস্থান)

আশ্রিতে অভয়া, দেখা পদছায়া,
আশুতোষ জায়া, ছায়া কায়া মহামায়া।
তাপিত তনয়, চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ জয়, জয়ন্তি বিজয়া জয়া॥
রক্ষ দক্ষবালা, কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা, রণজয়ী রাঙ্গা পদে।
বরদে বর দে, নিবীড় নীরদে,
জয়দে সুভদে, তার মা বিপদ হ্রদে॥
রক্ষ রণে রক্ষ, বিরূপাক্ষ বক্ষ-
বিহারিণী বামা, বগলা বিমলা তারা।
জয় ভদ্রকালী, নিশানাথ ভালী,
জয় মুণ্ডমালী, মানব মালিন্য হরা॥

গীত।

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা

গন্ধর্ব্বগণ। রাখমা রাখমা, রমা রণরঙ্গিনী।
উমেশ হৃদয় বাস, দিগবাস অঙ্গিনী॥
বরদে বর দে শ্যামা, বিপদ বারিণী বামা,
শুভদে শিব সঙ্গিনী, অশিব ভয় ভঙ্গিনী॥

(নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ।)

রাম। এস বৎস পবন তনয়, এসহে রাঘব সখা।

(নীলপদ্ম লইয়া স্তব)

রুদ্রবেশী, ব্যোমকেশী,
অট্টহাসি ভীষণা।
দৈত্যহন্তা, রক্ত দন্তা,
লিহি লোহ রসনা॥
উগ্র তুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা,
চণ্ডঘাতী চণ্ডিকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল,
ফন্ন ফণি মণ্ডিকে॥
লিহি লিহি, হিহি হিহি,
ভীম ভাব ভাষিণী।
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
দণ্ডপাণি ত্রাসিনী॥
লম্ফ ঝম্প, শূরকম্প,
দৈত্য দম্ভ বারিণী।
চন্দ্রভালী, নৃত্যকালী,
খড়্গ শূল ধারিণী॥
ঝকৃ ঝকৃ, ধকৃ ধকৃ,
অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটি রবি, বহ্নি ছবি,
বিরূপাক্ষ কৈরবী॥

ধেই ধেই, থেই থেই,
ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে,
ঘোর ডাকে হাঁকিনী॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্ন মস্তে,
মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম চূড়া,
ধূম্র নেত্র ললনা॥
রক্ত মগ্না, রক্তলগ্না,
দেবী রক্ত দন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান,
রক্তবীজ হন্তিকে॥
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী,
শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি, জয়ং দেহি,
দেহিমে ভয়ঙ্করী॥
একি, কোথা এক নীলোৎপল আর!

হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।

রাম। তবে কোথা হারা'ল নলিনী?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।

হনু। প্রভু পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।

বুঝি বনমালী, ছলিতে তোমারে কালী,
হরেছেন নীলোৎপল।

রাম। ভাল, বুঝিব ছলনা—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে বলে ;
আনরে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সংকল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিনীর,
কত দুঃখ দেন আর।

নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভদে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা॥
শ্রীপদ নলিনী, বিপদ দলনী,
রাখ মা রাজীব পদে।
পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
তার মা দুস্তর হ্রদে॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল আঁখি।
কাতর কিঙ্কর, বরাভয় কর,
লুকালি কাতরে ডাকি॥

দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
দুস্তার সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর বেশী॥
দিওনা যন্ত্রণা, হর বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন নয়না, কর মা করুণা,
নলিন নয়ন ভাসে॥
পাষাণ নন্দিনী, জননী পাষাণী,
পাষাণী পাষাণ প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, নে মা পদে রাখি,
কর মা করুণা দান॥

দুর্গা। কি কর কি কর দয়াময়!
ওহে গোলোক-বিহারি,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা,—
আছিল রাবণ তব দ্বারী;
উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হয়েছ ভূতলে;
কার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমায় আমায়!
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,
আপন মহিমা ভবে।
পরমা প্রকৃতি তোমার জানকী;

হেন সাধ্য কিবা, ধরে দশানন,
হরিতে তাহারে রঘুবীর?
অন্নপূর্ণা রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়িদল,
পশিয়া অশোক বনে,
পরমান্নে ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা ছাড়িনু রাবণে;
মম বরে নাশ তারে, হে রাবণ অরি।
দুষ্ট চেড়িগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি সহিতে সে তাড়না

অপ্সরীগণের প্রবেশ।

গীত।

টোরী—ঢিমেতেতালা

সকলে। জয় হর হৃদি নিবাসিনী,
মা শমন ত্রাসিনী।
নিবীড় নিরুপমা, তম রূপা ভীষণা,
ঈশানী ঈশ্বরী, ঈশান আসনা,
নলকে চপলা পদে, ভীম ভাব ভাবিণী॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ, ইত্যাদি।

মন্দো। বীরকার্য্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কেশ্বর,
ত্যজি রণ-স্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি ?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রথে,
তবে রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ ?
নিঃসহায় নিরুপায় যবে,
পশিলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ বাণী কা'রো ;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি দ্বারে হানা,
ঝঞ্ঝনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ সম্মুখ অরি।

সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মো সবার তব পদে,
কেন নব ভাব, হে ভূপাল তব ?

শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম এ দুরন্ত রিপু, দানব-দলনী-বলে;
নহে দেহ আজ্ঞা মো সবারে,
স্মরি জগৎ-ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।

রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধ-হীনা নারী মন্দোদরী।
ফুরায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি
কিন্তু পেয়েছি যে দুঃখ,
সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি;
সীতা লয়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধ-হীনা আমি!
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভুপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে?
জানিনু নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয়!
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি:
যাও তুমি অশোক কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,

পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু ;
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা !
ইন্দ্রজিত অনন্ত-শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে !
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যা'র প্রতি !
(নেপথ্যে "জয়রাম")
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ ;
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী !
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি ;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু ভূপতি গর্জ্জিছে বিকট ঠাট ?
অহঙ্কারে গেলে ছারে খারে !

(প্রস্থান)

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরী-বৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তিপ্রভাবে,
আসিছে রাঘব, পুনঃ পশিতে আহবে ?

হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

(প্রস্থান)

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তা'র ;
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া ;
যা হোক্ তা হোক্ ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অশোক কানন।

সীতা, সরমা।

সীতা। শুন লো সরমে প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়িদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত পাণি,
বীণা ধ্বনি বিনিন্দিত বাণী,

বসিয়ে শিয়রে, কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর" ;
পরমান্ন দেন মুখে ,
তেঁই লো সজনী, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি ;
কেহ কহে দূর্ব্বাদল শ্যাম,
পরাভব রাবণের রণে ;
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় তাহে না মানি কভু ;
কভু কি সম্ভবে,
জগদম্বে ত্যজিবেন তনয়ারে,
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর ?
কাঁদি দিবানিশি, আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গ-অরি পদযুগ।
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে, কাটিতে রাবণ ;
সে অবধি দিন কত, আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে মম পাশে ;
শুখায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া পদ করি ধ্যান ;
পুনঃ আসে পুনঃ যায় ফিরে।

রাবণের প্রবেশ ।

রাবণ । চন্দ্রাননি, এখন ভজহ মোরে ।
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ ;
না ভজিলে মোরে, পতিত পাবনী বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি ।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ ;
নাহি তব পতির শকতি আর,
বিনাশিতে লঙ্কাপতি,
হৈমবতী সহায় আমার,
বলেনি কি চেড়িগণে ?
তোষ সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি দরশন ।

সীতা । ওরে মূঢ়মতি,
নাহি কিরে সতী তোর ঘরে,
ছলে কভু ভুলে সতী নারী ?
বোধ-হীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিয়ে সীতায় দুঃখিনী,
জননী তার অসিত বরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর ?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা !

(নেপথ্যে "জয়রাম")

রাবণ । পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে ?
যে হয় সে হোক্ আজি

যাব পুনঃ রণস্থলে,
বিলম্বে নাহিক কায।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।

রাবণ। কি কহিলি মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন হ'লনা মুণ্ড তোর!
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।

দূত। হায় লঙ্কাপতি!
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি পূজাগৃহে কাড়িয়া লয়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষনাথ,
ঘট হ'তে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর মুখে,
বোম্ বোম্ রবে বেষ্টিত পিশাচদলে
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে;
দেখিনু প্রাচীর হতে,
রাঘব শিবির সমুজ্জ্বল চরণ প্রভায়।

রাবণ। ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
ব্রহ্মা বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,

দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে?
বাজাও দুন্দুভি
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।

(দূত ও রাবণের প্রস্থান)

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়িদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি;
বুঝি এতদিনে বিপদ-বারিণী
বারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি।

সীতা। চল লো সজনি, চল যাই তব পুরে;
নাহি জীব আর,
পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।

(উভয়ের প্রস্থান)



তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির সম্মুখ।

ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমান।

হনুমান। খেয়ে পূজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হয়েছিস ষণ্ডা,
উগ্র-চণ্ডা বাক্যি বেটী ছাড়্‌তো।
দোরে ছিল চাঁপদেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি থোব্‌না নেড়ে,

ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়্‌তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা
উপ্‌ড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস তো সর বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া,

হনুমান। তুই বেটী তো আচ্ছা ভ্যান জেনে।
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফির্‌তে বলিস্ ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে ব'লে।

ত্রিজটা। ভাল চাস তো সর বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস তেমনি যাতো চলে।

হনুমান। উঃ! বেটীর কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর দুলছে দুটো কদু।

ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের ছটা,
ঘোঙা সরু পেট্‌টী মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো স্থদ্দু।

হনুমান। বেটীর নাকের কিবা খাঁজ,
চলে যায় তিন খানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়েনা বাজ,
আমায় বলিস বুড়ো।

ত্রিজটা। আমরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জ্বেলে দিব নুড়ো।

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দো। কিহেতু ত্রিজটে দুয়ারে এ গণ্ডগোল?

হনুমান। আসিয়াছি, রাণী মন্দোদরী,
রাজার কল্যাণ হেতু;
গণনা শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি;
দুলায়ে দুবাহু, মেলিয়ে বদন রাহু,
মাগী মাগী করিছে বিবাদ।

মন্দো । কে তুমি হে দ্বিজবর ?

হনুমান । যোগী আমি, ছিনু এতদিন যোগে,
লঙ্কায় দুর্যোগ জানি নাই সেকারণে ;
অকস্মাৎ টলিল আসন,
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গণনায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ-কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে ;
কর আয়োজন রাণী,
গ্রহশান্তি করি গাইব রাজার জয় ।

মন্দো । এস তবে মন্দির ভিতরে দ্বিজবর ।

(মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দির মধ্যে গমন)

ত্রিজটা । কোথা থেকে এলো কাপ্,
আমার বুকে লাগ্‌ছে হাঁপ্,
ধ্যানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা ।
এটা সেটা কথা কয়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলিয়ে,
আমি হলে লাগাতেম বিশ ঝাঁটা ।

(প্রস্থান)



চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর।

মন্দোদরী ও হনুমান।

হনুমান। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন আর,
দেখিনু গণিয়ে,
শত রামে কি করিতে পারে ?
জয় লঙ্কেশ্বর !
বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। একি দ্বিজবর !
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ ?

হনুমান। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন,
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,
অন্য অস্ত্রে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে !

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি দ্বিজ ;
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান কয়ে।

হনুমান। ক'রনা ছলনা মন্দোদরী,
রাখিয়াছ অস্ত্র লয়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে ;

সে তত্ত কেমনে জানিবে গো বিভীষণ ;
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্র-বলে ;
আপনি শমন
মরিবে পরশে তাঁর মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে,
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনুমান। ভাল ভাল,
হউক রাজার জয় চলিলাম তবে।

মন্দো। ত্যজ রোষ দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি ;
কর অস্ত্র পূজা,
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনুমান। নাহি প্রয়োজন তায়,
তবু পূজি তব অনুরোধে ;
যাও রাণী,
স্বহস্তে আনগে তুলি অতসী কুসুম।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

হনুমান। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি !
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে ;
জয় রাম ! (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ।

বিভীষণ। করিনু কঠোর তপ ভাই তিন জনে,
সদয় হলেন পদ্মযোনি,
চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী,
তথাস্তু বলিল ব্রহ্মা,
বর শুনি শাপ অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে ;
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে ;
ভয়ে নিরুপায়ে অকালে জাগালে দশানন,
তেঁই শূর পড়িল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিলনা নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ, সদয় হইয়া দাসে
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,
কিন্তু বীর প্রকারে অমর ;

দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া
ছিন্ন হস্ত পদ শির রণে ;
বিধি দত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমিওহে রক্ষোত্তম
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান ?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভীষণ। হের দূরে বীরমণি,
গর্জ্জিছে রাক্ষস ঠাট
ধর ধর ডাকে সবে,
ভঙ্গীয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সম্মুখে !
চল দোঁহে যাই শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভীষণ। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত বীরবর ;
তিষ্ঠ শূর,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর সেনা,
ছোট নহে কায,
হের সুগ্রীব আপনি পলায় সমর ত্যজি,

না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র প্রতীক্ষায় তুমি—

হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। আনিয়াছি অস্ত্র বীরবর।
সকলে। জয় রাম।
লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে রাঘব-বান্ধব ;
নহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে—

দূতের প্রবেশ।

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি
দারুণ রাক্ষস-শরে ;
পলায় বানর সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ।

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে !
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেন অন্য মন রণে রঘুবীর !
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,
আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞা পালন কর নারায়ণ
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।

(রাবণের প্রতি)

ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যু শর,
হেররে পামর মোর হাতে।

রাবণ। কি মিথ্যা কথা !

লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকট তোমার।

(রামচন্দ্রকে বাণ প্রদান)

রাবণ। রাণী মন্দোদরি, তুমিও হয়েছ অরি !
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস !

(রামচন্দ্র রাবণকে অস্ত্রাঘাত ও রাবণের পতন)

সকলে। জয় রাম !

(স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি)

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি স্পর্শ লঙ্কেশ্বরে ;
নাপালাও রক্ষসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।

বিভীষণ। ভাই নহি আমি রে চণ্ডাল—
তেঁই তব মরণ সন্ধান
কহিনু অরির কানে !
ওঠ ভাই ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ সম্মুখ অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম ;
জ্বলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে ;
ধর্ম্ম অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর সংসার সংহার কারণ,
ধরেছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী !
হা ভ্রাতঃ ! হা ভুবন বিজয়ি !
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে ?

রাবণ। ভাই বিভীষণ !
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,

না কাঁদ আমার লাগি,
জীবনে মরণে সম দর্পে কাটাইনু আমি ;
ডাকি আন হেথা মিতা তব,
এ অন্তিমে,
হেরিব পরম রিপু পরম ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই ;
পবিত্র রাক্ষসকুল তোমার জনমে !

রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ সমীপে,
আছে যুদ্ধ রীতি হেন,
যবে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরি ভাব ;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তার ঠাঁই।
হরেছিল জনক নন্দিনী,
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণ রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। হে প্রভু ! হে রঘুকুল গর্ব্ব !
হে অনাথ বান্ধব ! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম।

বিভীষণ। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।

রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,

রহ প্রভু আমার নিকটে ;
ভক্তিস্তুতি নাহি জানি মূঢ়মতি আমি,
নিজগুণে করহে করুণা,
অরিরূপী করুণানিদান।

রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন মাঝে ;
জয় পরাজয় নহে আয়ত্ত অধীন।
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর ;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর ;
দেব অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
কম্পিত তোমার দাপে ;
ত্যজে দেহ দেহগত প্রাণী,
কিন্তু কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে!
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছা মতে।
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজকার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশ কথা,
ঘুচুক মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে।

রাবণ। হে অখিলপতি! অপার মহিমা তব,

তেঁই চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই ;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান আমি কে করিবে অস্বীকার ;
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষা হেতু
আমার সদনে ;
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম ঈশ্বর !
কহি শুন যথা জ্ঞান তোমার সদনে :—
সুকর্ম্মে কর'না হেলা, কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ,
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা ;
হেরিনু নরককুণ্ড, শঙ্কার আবাস স্থান,
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন বহ্নিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক্ ;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলির ছটা, রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
সে ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার ধ্বনি পশিল শ্রবণে ;
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,

ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা ;
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি ;
সিঞ্চি লবণ-সমুদ্র-নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর ;
কিন্তু আজ কাল করি
রহিল মনের সাধ মনে ;
বাধিল সমর অতঃপর ;
সূর্পণখা উপদেশে আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
নেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল !
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু—
ধনেশ্বর ! লহ ফিরি রথ তব—
দেখরে দেখরে রথ,
সারথি মুরলিধারি শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন ;
কার এ সুন্দর পুরী,
শতলঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার !
আনন্দ ! আনন্দ অপার, এ পুর আমার,
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময় !—

বিভীষণ। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি !

রাম। না কর আক্ষেপ মিত্রবর ;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,

চিরানন্দে বঞ্চে সাধুজন ;
নাহি প্রয়োজন মিত্রবর
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়া জ্যেষ্ঠের দশা।

বিভীষণ। দেহ আজ্ঞা ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহুযত্নে পুত্র সম পালিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি,
শোধ দিনু তার, বধিয়া রাজায় !
ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে একবিন্দু অশ্রুবারি !
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।

রাম। তব যোগ্য বাক্য মিত্রবর !
দেহ আজ্ঞা রক্ষগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ ;
ভাণ্ডারের ধন,
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।

(বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দো। হায় নাথ কোথা গেলে ত্যজিয়ে আমায় !
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্র-হীনা অনাথিনী ;
কোন অপরাধে ঠেলিলে হে পায় !

কি দোষে করেছ রোষ গুণমণি,
ধুলায় শুয়েছ আজি !
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব !
ওঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধিনী পানে ;
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি ;
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ ;
সুসজ্জিত রথ তব,
পুনঃ ধর ধনু, বিনাশ বানর নরে।
করিলে কঠোর তপ, স্বহস্তে ছেদিয়া শির,
এই কি হে তার পরিণাম !
শঙ্কর শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তি কালে !
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা !
বীরভূমি লঙ্কা বীর হীনা,
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ !
ওঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে রাণী মন্দোদরী।

বিভীষণ। বুদ্ধিমতি সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায় !
নয়ন সলিলে কভু নাহি ফিরে
গত জীবজন ;
ভাগ্যবান পতি তব,

পড়ি সন্মুখ সমরে
গেছে চলি বৈকুণ্ঠ ভুবনে!

মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে,
নেহারি,
রাবণ সমান স্বামী ধূলায় শায়িত?
হাহারবে কাঁদ লঙ্কাপুরি,
খসিল তোমার চূড়া!
গগন বিদারি বিলাপ হে রক্ষবৃন্দ,
কর্ব্বুর গৌরব ঘুচিল রে এতদিনে!
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছার খার, রাবণ বিহনে!
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবন বিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন রয়েছে দেহে প্রাণ!
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এতদিনে!
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী অরি!
শুনেছি হে তিনি দয়াময়;
ছিল পতি মম বৈরী তাঁর;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী?

কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত ?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্র-হীনা নারী ;
বারেক সুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ।

রাম। ভাগ্যহীন মম সম কেবা এ ভুবনে !
অযোধ্যার পতি
পিতা ত্যজিলেন মোর শোকে প্রাণ ;
স্বর্ণকান্তি তুমিরে লক্ষ্মণ,.
ইন্দ্রাসন যোগ্য ভাই,
বনচারী আমার কারণে ;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে ;
মরিল জটায়ু পক্ষী-রাজ পিতৃসখা,
আমা হেতু ;

করিলাম বালির নিধন;
কিস্কিন্ধ্যা পূরিনু হাহারবে ;
উদ্ভব সগর বংশে,
সে সাগরে পরানু শৃঙ্খল ;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে ;
দেখ চারিদ্বিকে ভূপতিত
ভুবন বিজয়ী রথী ;
পর্ব্বত আকার কপি,
হাতে লয়ে পর্ব্বত পাষাণ,
লম্বমান ধরণী শয়নে ;
শৃগাল কুক্কুর রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কান দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল,
পতি পুত্র শোকে তাপিত অবলা প্রাণ !
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
খণ্ডাইতে মহাপাপ !

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ বচন,
জীবন ধরিতে নারি !

মন্দোদরীর প্রবেশ।

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা ;

জন্মএয়ো হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নের বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ নয়নে কি কারণে ?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি !
দানব সম্ভবা আমি ;
কভু কি শুনেছ রাম,
ভুবন বিজয়ী ময়দানব নাম ?
তাহার নন্দিনী দাসী,
যার মহাশেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ ;
দশানন স্বামী মম,
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ তেজ ;
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায় ;
কিন্তু এই খেদ, রহিল হে মনে,
পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ ;
ভগবান করুণা-নিধান তুমি,
স্ব[illegible]-চুড়া [illegible]ম পতি মম
[illegible]পতিত তবশরে,

পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে জন্ম এয়ো বর ;
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে,
দিয়েছ যতেক জ্বালা ;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত হত শোঁক !
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি !

রাম। কেন লজ্জা দেহ বিধুমুখি !
সতী তুমি,
এয়ো রবে চিরদিন নিজ পুণ্য ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী ;
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে সুলোচনে।
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর ;
যাওরে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল ;
গৃহে যাও রাণী মন্দোদরী ;
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল :
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি;

করʼনা আমায় অপরাধী।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীর শ্রেষ্ঠ দশানন!

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।

রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই, অনর্থের মূল সীতা!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

বিভীষণ, হনুমান, সৈন্যগণ ও চতুর্দ্দোলে সীতা

বিভীষণ। দুই ধারে রহ সবে মধ্যে দেহ পথ,
আসিছেন সীতা দেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী।

হনুমান। দেখরে দেখরে কপিগণ,
যার তরে করেছ দুস্কর রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি;

কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন ডর !

সৈন্যগণের গীত

যোগিয়া—একতালা

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুলযান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন ॥
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন।
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন ॥

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান ইত্যাদি উপস্থিত।

লক্ষ্মণ। রঘুবীর ! বুঝি আসিছেন সীতা দেবী—
রাম। আসুক্ জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

সীতার প্রবেশ।

শুন শুন জনক নন্দিনি ;
রঘু বধূ তুমি,
করিলাম দুস্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান ;
ছিলে দশমাস রাক্ষসের ঘরে,
অযোধ্যা নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালী।
যথা ইচ্ছা করহ গমন ;
যাও তব জনক সদনে ইচ্ছা যদি,
কিস্কিন্ধ্যা নগরে, সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিম্বা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।

সীতা। এইকি লিখেছ ভালে, রে দারুণ বিধি !
হে নাথ ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায় ?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনে, কভু নাহি জানে দাসী ;
গুণমণি !
নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীব পদ,
তাহে নাথ কর'না বঞ্চনা !

কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে ?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি ?
সতী নারী আমি, কহি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন চিহ্ন,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর !
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি দরশন !
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হয়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে !
বাছা হনুমান আমিরে জননী তোর ;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর ?
তুমিরে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,

দেব নর দেখুক্ সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।

হনুমান। সম্বর রোদন মাতা;
আছে পুত্র তব, কি ভয় গো জননী তোমার!
বনবাসী পুত্র তোর সীতা,
কুটীরে আদরে তোরে রাখিবে জননী,
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা!

রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কররে লক্ষ্মণ চিতা আয়োজন।

হনুমান। ঝাঁপ দিব সাগর সলিলে,
ত্যজিব এ পাপ তনু!

সীতা। স্থির হও বাছাধন;
সতী আমি,
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে;
বিদ্যমানে দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতীতেজে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। করিয়াছি চিতা আয়োজন,
সাগরের কূলে প্রভু।

সীতা। কেন রে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে?

লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ!
(স্বগত) কেন মাগো সুমিত্রা জননী,

দিয়াছিলে গর্ভে স্থান !
কেনরে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ !
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণ !
ধিক্‌রে লক্ষ্মণ নামে !
বড় সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে দেবী জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম ছত্র ধরি শিরে !
সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়,
করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি-শেল বুকে ;
হায় সকলি বিফল !
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা !
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে হেন বজ্রাঘাত, হায় হায় !!!

সীতা। চল হনুমান,
চল কপিগণ, সাগরের তীরে ;
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীত্ব প্রভাব।

(হনুমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হনুমান। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর ;

উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল!
না রাখিব দেবতার নাম,
যদি পতিপ্রাণা, জনক-নন্দিনী,
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র তীর।

সীতা, রাম, লক্ষণ, বিভীষণ ইত্যাদি।

(চিতা প্রজ্জ্বলিত)

সীতা। সাক্ষী হও, জগত জননী তারা,
সাক্ষী হও, দেব পঞ্চানন,
সাক্ষী হও, পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর, দেব যক্ষ নর,

বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি ;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর ;
নহে যেন,
না পর্শে অনল মোরে কর আশীর্ব্বাদ।
রক্ষ নিস্তারিণী !
নমি মহা গুরু, শ্রীরামচরণে।

(সীতার অগ্নি প্রবেশ)

রাম। হা সীতা ! হা ননীর পুত্তলি !

(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময় ;
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—

রাম। ভাইরে লক্ষ্মণ ! আনি দেহ সীতা মোরে।
ধিক্ ধিক্ ! জন্ম রাজ কুলে,
কলঙ্কে সতত ডর ;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বনিতা সীতা !
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিঁধিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার :
দেখ চেয়ে,

পর্ব্বত প্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে ;
আর কি পাবরে,
কুসুম নির্ম্মিতা জানকী আমার ভাই !
হা সীতা ! হা জানকী আমার !
অরে আরে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে,
হারা নিধি হরিলি আমার ?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয় রতন,
রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল !
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি ,
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে ?
আনরে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি ।

সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির চিতা
হইতে উত্থান ।

ব্রহ্মা । কি হেতু হে রোষ চিন্তামণি !
নাহি জানি কিসের রোদন ,
আমি ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
গন্য মায়া মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব !
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে,
তাই চাহ নাশিতে অনল !